কোয়ান্টাম মেথড-৭

সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শন

মুফতী শরীফুল আ'জম

মানব জাতির সামগ্রিক সুখ-শান্তি ও উভয় জাহানের সফলতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে দ্বীন, শরীয়ত বা ধর্ম। বান্দাদের প্রতি যা আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপার একটি নমুনা। ধর্মের দিকনির্দেশনা যদি না থাকতো তবে মানুষ উদ্ভ্রান্তের ন্যায় জীবন যাপন করতো। স্রষ্টার সন্তুষ্টির পথ কখনোই নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে আবিস্কার করতে পারত না। সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আ.)কে পৃথিবীতে প্রেরণের সাথে সাথেই আল্লাহ পাক এই শরীয়ত বা ধর্ম বিধান অবতীর্ণ করার ধারা চালু করে দেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত সন্তপ্ত হবে।" (সূরা আল বাকারা ৩৮) তাই সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট শংকা আর দুশ্চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন পেতে হলে ওই সকল ধর্ম বিধান পালন আবশ্যকীয়। এর বিপরীত ধর্ম বা শরীয়তকে অবজ্ঞা করে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এর পরের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– "আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে তারাই হবে জাহান্নামবাসী। অনন্তকাল সেখানে থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা ৩৯)

ধর্মের এই বিধান যারা মেনে চলেছে, প্রত্যেক নবী রাসূলের যুগে তারাই মুমিন মুসলমান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা কাফের মুশরিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ ধর্মবিধান বা শরীয়তকে যারা কিয়ামত অবদি মেনে চলবে তারা আল্লাহ পাকের দফতরে মুমিন মুসলমান হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে পুরষ্কৃত হবে। আর যারা তাঁর আনীত ধর্মকে অসত্য ও অচল বা অসম্পূর্ণ মনে করে ভিন্ন কোনো ধর্ম অবলম্বন করবে বা নতুন মেথড আবিষ্কারের পেছনে পড়বে তারা ধর্মদ্রোহীদের কাতারে শামিল হয়ে তিরষ্কৃত হবে।

ধোঁকা-প্রতারণা :

দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রে একই সাথে একাধিক সংবিধান বহাল থাকতে পারে না। এক রাষ্ট্রে একাধিক সংবিধান থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই সাধারণ কথাটা বুঝতে খুব বেশি প্রজ্ঞার দরকার হয় না। সামান্য বিবেক দিয়েই তা অনুধাবন করা যায়। দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষমতার গণ্ডিতে যদি এই নীতি হয় তবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার রাজত্বে এক সাথে একাধিক ধর্মবিধান বলবৎ থাকারতো প্রশ্নই ওঠে না। তাই সকল ধর্মগ্রন্থকে বহাল রেখে সকল ধর্মের একসাথে প্রচারণা বা পালনের কোয়ান্টাম মেথড গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মূলত কোয়ান্টাম মেথড অজ্ঞতাপ্রসূত এরূপ কর্মকাণ্ডকেই "দি সায়েন্স অব লিভিং" নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলমানগণ হবে পথভ্রষ্ট আর অমুসলিমরা হবে প্রতারিত। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে: "তিনিই তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আসসফ ৯)

ঈমান কুফরের মিশ্রন :

কোয়ান্টামের উদ্ভাবিত জীবন দৃষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "কোয়ান্টাম হচ্ছে সেই সায়েন্স অব লিভিং যা বলে দেয় জীবনটাকে কিভাবে সুন্দর করা যায়, ভুল থেকে কিভাবে দূরে থাকা যায়, পাপ কত কম করা যায় আর ভাল বা কল্যাণ কত বেশি করা যায়। কোয়ান্টামের শিক্ষা এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদের যে শিক্ষা, ওলী-বুযুর্গদের যে শিক্ষা, মুনি-ঋষিদের যে শিক্ষা তা থেকে আলাদা কিছু নয়। হাজার বছর ধরে তারা যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, কোয়ান্টাম সে কথাগুলোই বলছে। শুধু ভাষাটা আধুনিক।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব-মহাজাতক ১/৩০১)

এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হলো যে, কোয়ান্টামের শিক্ষা হচেছ, নবী রাসূলদের তৌহীদী বাণী ও মুনি-ঋষিদের কুফরী মতবাদের সমন্বিত একটি রূপ।

মেডিটেশনের (বৈজ্ঞানিক ধ্যান) উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- "ইতিহাসের দিকে তাকান, হযরত ইবরাহীম (আ.) আত্মনিমগ্ন হলেন... হযরত মূসা (আ.) সিনাই পাহাড়ে চলে গেলেন, আত্মনিমগ্ন হলেন... যীশুখ্রীষ্ট বা হযরত ঈসা (আ.) মাঝে মাঝে পাহাড়ে চলে যেতেন, আত্ম নিমগ্ন হতেন এবং স্রষ্টার বাণী এনে মানুষের মাঝে, অনুসারীদের মাঝে প্রচার করতেন। আমাদের মুনি-ঋষিরা তপোবনে চলে যেতেন, হিমালয়ে চলে যেতেন সাধনা করতেন, মাহমতি বুদ্ধ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন থাকলেন। তারপর বোধি লাভ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরা গুহায়

বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন থাকলেন। তার পর তিনি নবুওয়াত লাভ করলেন।" (হাজারো প্রশ্নের জবাব ১/৮০)

এখানেও সেই একই ধারায় নবী-রাসূল, মুনি-ঋষি ও বুদ্ধের মতানুসারীদের একসূত্রে গেঁথে নতুন এক জীবন দৃষ্টির পথ মসৃন করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সকলকে খুশি রাখাই যেন কোয়ান্টামের মূল দর্শন। অথচ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে– "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করোনা।" (সূরা আল বাকারা ১১২) সত্যমিথ্যার পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে– "এটা একারণে যে, আল্লাহই সত্য, আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে সব মিথ্যা এবং আল্লাহই সবার উচ্চে মহান।" (সূরা হজ্ব ৬২) এখানে একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আর তা হচেছ আমাদের মুনি-ঋষিরা বলতে কাদের মুনি-ঋষি বোঝানো হয়েছে? অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তো আমাদের শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। তাহলে কি ওই লেখক মুনি-ঋষিদের ধর্ম অনুসারী? তাছাড়া মুনি-ঋষি ও বুদ্ধের পরে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উল্লেখ করা নবীজীর শানে চরম বেয়াদবী। এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি এদের চরম অবজ্ঞাই প্রতীয়মান হয়।

সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার আরো কিছু নমুনা কোয়ান্টামের বই পুস্তক থেকে তুলে ধরা হচ্ছে।

লা-শরীক বহুশরীক :

কোয়ান্টামের উদারতা প্রমাণ করতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলা হয়, "আমরা শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলি, হরি ওঁম বলি, থ্যাংকস গড বলি, প্রভূ তোমাকে ধন্যবাদ বলি, ভগবান তোমাকে ধন্যবাদ বলি, ইশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ বলি। কারণ আমাদের কাছে আল্লাহ যে রকম পবিত্র, ইশ্বর পবিত্র, ভগবান পবিত্র, গডও পবিত্র। কারণ একই প্রভূর অনেক নাম।" (হাজার প্রশ্নের জবাব ১/৫৫)

সাধারণ মানুষ তাদের এই গোছালো কথার মারপ্যাচ বুঝতে না পেরে এমন ভ্রান্ত কুফরী বক্তব্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যাচেছ। অথচ আল্লাহ, ইশ্বর, ভগবান বা গড এর সংজ্ঞা ও পরিচয় কখনও এক হতে পারে না। মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা হলেন লা-শরীক আর বাকী সবার রয়েছে বহুশরীক। এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই।

আলো-আধাঁর কি এক?

একজন খ্রীষ্টান ধর্মীয় দিক দিয়ে কোয়ান্টাম থেকে কি উপকার লাভ করতে পারে? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, "আসলে একজন খ্রীষ্টান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন, মৌন সাধনা করেন তাহলে তিনি একজন ভাল খ্রীষ্টান হবেন, সন্তে রূপান্তরিত হবেন। একজন মুসলমান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভাল মুসলমান হবেন, বুযুর্গে রূপান্তরিত হবেন। একজন হিন্দু যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভাল হিন্দু হবেন, ঋষিতে রূপান্তরিত হবেন। একজন বৌদ্ধ যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন, তাহলে তিনি একজন ভাল বৌদ্ধ হবেন, ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হবেন।" (হাজার প্রশ্নের জবাব ১/২৩৯)

সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শন বাস্তবায়নের এটি একটি জঘণ্যতম কৌশল। কোয়ান্টাম মেনে চললেই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সকলে নিজ ধর্মের খাঁটি অনুসারী হতে পারবেন। কিন্তু সব ধর্মের লোক যদি খাঁটি হিসেবে স্বীকৃতি পায় তাহলে খাঁটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পৃথিবী ভেজালে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। কোয়ান্টামের উচিৎ সাধুবার্তা শুনিয়ে আধুনিক মানুষকে বিভ্রান্ত করার পথ পরিহার করে আসল-নকল, খাঁটি-ভেজাল, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, অন্ধ-চক্ষুষ্মান, ঈমান-কুফর ও হক-বাতিলের পার্থক্য তুলে ধরা। পবিত্র কুরআনে এই তফাৎ সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে –

"বলুন অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়?" (সূরা রা'আদ ১৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– "দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। সমান নয় অন্ধকার ও আলো। সমান নয় ছায়া ও তপ্ত রোদ। আরো সমান নয় জীবিত ও মৃত।" (সূরা ফাতির ১৯-২২)

এসকল আয়াতে এমন সব বাস্তব উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে, যা অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই ঈমান কুফরের এই তফাৎকে মিটিয়ে দিয়ে সকল ধর্মের লোককে নিজ নিজ ধর্মের খাঁটি অনুসারী বানানোর অপকৌশল পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বিরোধিতা ও খোদাদ্রোহিতার শামিল। যেসকল মুসলমান ভায়েরা কোয়ান্টামে যোগ দিয়েছেন, তাদের ভেবে দেখতে হবে যে, আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছেন কি না? পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি স্মরণ করুন, যেখানে বলা হচ্ছে– "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অদিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (সূরা আল-বাকারা ২৫৭) বোঝা গেলো মুমিন আর কাফেরের অভিভাবক এক নয় এবং গন্তব্যও এক নয়। অতএব কোয়ান্টামে

গিয়ে ঈমান কুফরের মোহনায় নিজের ঈমান আমল বিসর্জন দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা সকলের কর্তব্য।

একত্ববাদী কারা?

বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত সকল ধর্মের মূল শিক্ষাই নাকি এক ও অভিন্ন। সকল ধর্মই একত্ববাদ তথা তাওহীদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন দাবীকে প্রমাণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "বেদ, ধম্মপদ, বাইবেল এবং কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণীর মূল সুরের ঐক্য আপনাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবে। ধর্মাচারে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও আপনি অনুভব করবেন স্রষ্টার একত্বের সাথে মানবজাতির একত্বে।" (কোয়ান্টাম কনিকা- ৮)

উল্লেখ থাকে যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাওরাত ইঞ্জিল আর বর্তমানের বাইবেল এক নয়। যার আলোচনা মাসিক আল-আবরের বিগত সংখ্যায় সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। কোয়ান্টামের বক্তব্য অনুযায়ী হিন্দু ধর্মের বেদ, বৌদ্ধদের ধম্মপদ ও ইহুদী খ্রীষ্টানদের বাইবেল আর ঐশী গ্রন্থ কুরআন হাদীসে স্রষ্টার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা এক ও অভিন্ন। সব গ্রন্থেই তাওহীদের কথা বলা হয়েছে। সে হিসেবে মানবজাতিকেও এক জাতি বা এক উম্মত বলা যায়। সকলে একত্ববাদী বা তাওহীদে বিশ্বাসী। হিন্দু বৌদ্ধ, ইহুদী খ্রীষ্টান কেউ কাফের নয়। বরং সকলে একত্ববাদী তথা মুমিন। পার্থক্য শুধু ধর্মাচারের।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের এমন সাজানো গোছানো সুক্ষ্ম দর্শন যে, কতবড় মারাত্মক ভ্রান্ত ও ঈমান বিনাশী তা পবিত্র কুরআনে দৃষ্টি দিলে সহজেই বোঝা যায়। ইরাশাদ হচ্ছে–

"নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক। অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি পতিত হবে।" (সূরা মায়েদা - ৭৩)

উক্ত আয়াতে বর্তমান খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মবিশ্বাস ত্রিত্ববাদ তথা Trinitarian Doctrine কে কুফরী মতবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টানদের মতে গড হচ্ছেন তিন সত্তার সমষ্টি। অর্থাৎ পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই তিনে মিলে এক খোদা হচ্ছেন 'গড'। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৪৩)

পবিত্র কুরআনে যে মতবাদকে কুফরী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হলো, কোয়ান্টাম সে ত্রিত্ববাদকে একত্ববাদ বলে প্রচার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। আবার বড় গলায় বলছে কুরআন হাদীস আর বর্তমান বাইবেলের মূল সুর নাকি একই!

খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ যদি কুফরী হয় তবে হিন্দুদের বহু ইশ্বরবাদের স্থান কোথায় হবে একটু ভেবে দেখুন। হিন্দু ধর্মমতে ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা আর মহাদেব সংহার কর্তা। এই তিনের সমষ্টিকে বলা হয় 'ওঁম'। এর সাথে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতো আছেই। হিন্দুরা এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবতা, লতাপাতা পূজা করা সত্বেও যদি কোয়ান্টামের মতে তারা একত্ববাদী বা একেশ্বরবাদী হয় তবে আর কত কোটি দেবতা যোগ করলে তারা বহু ইশ্বরবাদী মুশরিক বলে সাব্যস্ত হবে?

আর বৌদ্ধ ধর্মতো নাস্তিক্যবাদের এক মূর্তপ্রতীক। যেখানে স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। এই অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহ প্রাকৃতিকভাবে আপনাআপনিই প্রবাহিত হয়ে চলছে। একে পরিচালনা করার জন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন হয় না। (ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ- ৬৬০)

সুতরাং ত্রিত্ববাদ, বহু ইশ্বরবাদ ও নাস্তিক্যবাদ এবং ইসলামের একত্ববাদের মত চরম সাংঘর্ষিক ধর্মমতে স্রষ্টার সংজ্ঞা কখনও এবং কোনো সময় এক হতে পারে না। এ ধরনের ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে মুসলমানদের মিলিয়ে ফেলা এবং সকলকে এক জাতি অনুভব করা সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি কুট কৌশল মাত্র। যা মুসলমানদের ঈমান বিনাশী একটি পদক্ষেপ।

ওয়াফদে নাজরান :

কোয়ান্টামের এই অপকীর্তির বৈধতা দেওয়ার জন্য নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগের ঐতিহাসিক একটি ঘটনাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে কোয়ান্টাম। ঘটনাটি নাজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দলের মসজিদে নববীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পত্র মারফত ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিতে ওই দলটি মদীনায় এসেছিল। ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে তারা কর আদায়ের শর্তে শান্তি চুক্তি করে ফিরে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের আহবানে সাড়া দিতে আসা নাজরান খ্রীষ্টান দলের সাথে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাতের ঘটনা দিয়ে কোয়ান্টাম সকল ধর্মের সত্যতা প্রমাণ ও সকল ধর্মের মঙ্গলের জন্য এক সাথে কাজ করার বৈধতা প্রমাণ করেছে। (হাজারো প্রশ্নের উত্তর - ১/৫১)

নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমণ সংক্রান্ত সঠিক ইতিহাস জানতে সূরা আলে এমরান ৬১-৬২ নং আয়াতের তাফসীর, বুখারী শরীফের হাদীস এবং ইবনে কাসীর (রহ.) রচিত আলবেদায়া ওয়াননেহায়া দেখা যেতে পারে। তাতে সর্বধর্ম সমন্বয়ে কোয়ান্টামের ইতিহাস বিকৃতির চিত্র পরিষ্কার বুঝে আসবে।